দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

৫৩

মধুপুর ঃ বেঞ্চের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা দাঁড়িয়ে ক্লাস করছে

টাঙ্গাইল, ১১ই মে (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– বিদ্যালয় গৃহের দুরবস্থা, স্থানাভাব, চেয়ার, বেঞ্চ, ব্লাক বোর্ডের অভাব এবং শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা–কর্মচারীদের দুর্নীতি ও অবহেলার কারণে মধুপুর থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

স্কুলগৃহ বা গৃহের চাল না থাকায় কয়েকটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করতে হচ্ছে। বেঞ্চের অভাবে বহু বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের দাঁড়িয়ে ক্লাসে অংশ নিতে হয়। মধুপুর থানা শিক্ষা দফতরের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানান, আলোকদিয়া ইউনিয়নের মালাউরী শামসুন্নেসা চৌধুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একমাত্র গৃহটি গত ফেব্রুয়ারিতে ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়। থানা শিক্ষা দফতর ওই গৃহ পুনঃ নির্মাণের কোন উদ্যোগ নেয়নি। ফলে গৃহহীন ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সম্পূর্ণ খোলা আকাশের নিচে ক্লাস নিতে হচ্ছে। আকাশে মেঘ দেখা দিলেই শিক্ষকরা স্কুল ছুটি দিতে বাধ্য হচ্ছেন। থানা শিক্ষা দফতরের ওই সূত্র আরো জানান, মালাউরী শামসুন্নেসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন একটি ভবন নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। মধুপুর থানা পরিষদ সাধারণ শিক্ষা খাতে ৩ লাখ ৯০ হাজার টাকা বরাদ্দ করে এ ব্যাপারে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। বরাদ্দের প্রায় ১০ শতাংশ অতিরিক্ত হারে জনৈক ঠিকাদারকে এই কাজ দেয়া হয়। গত বছর ১২ই এপ্রিল এই ভবন নির্মাণকাজ শুরু হয়। শর্ত মোতাবেক ৭৫ দিনের মধ্যে কাজ শেষ হবার কথা। কিন্তু ইতিমধ্যেই এক বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। ঠিকাদার বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগ অর্থ তুলে নিয়েছে। কিন্তু এখনও নির্মাণাধীন আধা পাকা গৃহের টিনের চাল ও দরোজা জানালাসহ প্রায় ৫০ ভাগ কাজই অসমাপ্ত আছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের মধুপুর থানা প্রকৌশলীর দফতরের গাফিলতির ফলে ওই বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ থেমে আছে মাঝপথে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া করতে হচ্ছে খোলা আকাশের নিচে। একই সূত্র জানান, ধনবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরানো ভবনের ছাদ ও দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই ভবন মেরামতের কোন উদ্যোগ নেননি। গত বছর ১২ই এপ্রিল ধনবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য মধুপুরের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ একটি নতুন আধাপাকা ভবন নির্মাণকাজ শুরু করে। এর জন্য বরাদ্দ ছিল ৩ লাখ ৯০ হাজার টাকা। এর উপর প্রায় ১০ শতাংশ অতিরিক্ত অর্থ দেয়া হবে শর্তে ঠিকাদার কাজ শুরু করে। ৭৫ দিনের মধ্যে এই কাজ শেষ হবার কথা। কিন্তু এক বছর পেরিয়ে গেলেও এর কাজ শেষ হয়নি।

মধুপুরের থানা শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, দীর্ঘদিন আগে সিংহচালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ ঝড়ে উড়ে যায়। এ ব্যাপারে প্রকল্প তৈরি করে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হয়েছে। কিন্তু এতে সাড়া মেলেনি। ফলে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা খোলা আকাশের নিচে লেখাপড়া করছে। তিনি জানান, ঝড়ে বীরতারা ইউনিয়নের বাঁশ নিয়োগী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহটি বিধ্বস্ত হয়। একই ইউনিয়নের গঙ্গাবর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের চাল উড়ে গেছে। ফলে ওই দুই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরও খোলা আকাশের নিচে ক্লাস নিতে হচ্ছে। একই অবস্থার শিকার হয়েছে গৌরাংপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

টাঙ্গাইল ঃ মধুপুর থানার মালাউরী শামসুন্নেসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে। —সংবাদ